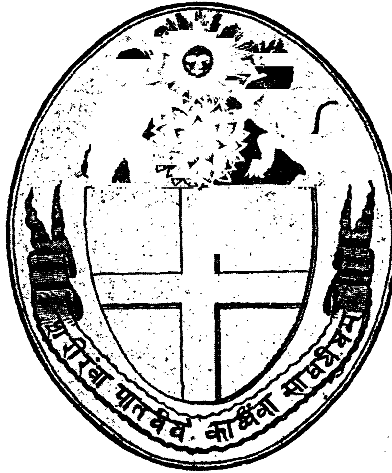
বিবিধ—কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সম্পাদক ঃ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস



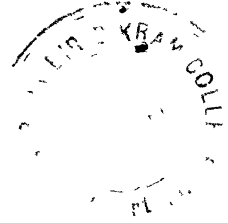
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫০
তৃতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৪

বার আনা

মুদ্রাকর—জিতেন্দ্রনাথ দত্ত
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, ১৪নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা
৫০০—২৫।৬।১৯৪৭



ভূমিকা

মধুসূদনের সাহিত্য জীবন নানা কারণে নানা ভাবে খণ্ডিত ও বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল। চিঠিপত্রে প্রকাশিত তাঁহার বহুবিধ সংকল্প, পরিণামে সেগুলির বিফলতা এবং তাঁহার বিবিধ অসম্পূর্ণ কাব্য ও কবিতায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নানা সময়ে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অনেকগুলি কাব্য ও কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। এই অসম্পূর্ণ কাব্যগুলির মধ্যে তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও নীতিগর্ভ কবিতাবলীই আমাদের বিশেষ আক্ষেপের কারণ হইয়া আছে। বর্ত্তমান সংস্করণ গ্রন্থাবলীর এই বিবিধ খণ্ডটি কবি মধুসূদনের বিরাট্‌ সম্ভাবনার ও বিপুল নৈরাশ্যের নিদর্শন।

এই বিক্ষিপ্ত কবিতা ও কাব্যাংশগুলি আমরা নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কবির জীবিতকালে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে ইহাদের কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; বাকিগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে সাময়িক-পত্রে বা জীবন-চরিতে প্রকাশিত হইয়াছে। একই কবিতার কোন কোন স্থানে দুইরূপ পাঠ পাওয়া গিয়াছে; আমরা নিজেদের বুদ্ধিমত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কয়েকটি অসম্পূর্ণ কবিতা মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র ১ম সংস্করণের (ইং ১৮৬৬) পরিশিষ্টে "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" নামে বাহির হইয়াছিল। দীননাথ সান্যাল-সম্পাদিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র শেষে একটি অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কবিতা আছে। আমরা এই খণ্ডে এই সকলগুলিই একত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। "বর্ষাকাল" ও "হিমঋতু" কবির বাল্যরচনা। কবিতাগুলিকে যত দূর সম্ভব, কালানুক্রমিক সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে যে স্থান হইতে কবিতাগুলি সংগৃহীত, নিম্নে তাহার নির্দ্দেশ দিলাম।—

বর্ষা কাল, হিমঋতু	—'জীবন-চরিত,' যোগীন্দ্রনাথ,	পৃ. ১০০-১
রিজিয়া	ঐ	পৃ. ৬৭৮-৮০
কবি-মাতৃভাষা	ঐ	পৃ. ৪৭৭

আত্ম-বিলাপ—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৩ শক, আশ্বিন

বঙ্গভূমির প্রতি—সোমপ্রকাশ, ১৬ জুন, ১৮৬২

ভারত-বৃত্তান্ত : দ্রৌপদীস্বয়ম্বর—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১১

মৎস্যগন্ধা—আর্য্যদর্শন, ফাল্গুন ১২৯০, পৃ. ২৮৮

সুভদ্রা-হরণ—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০১-৪

নীতিগর্ভ কাব্য :

ময়ূর ও গৌরী ঐ পৃ. ১১৪-৬

কাক ও শৃগালী ঐ পৃ. ১১৭-৮

রসাল ও স্বর্ণলতিকা ঐ পৃ. ১১৮-২২

অশ্ব ও কুরঙ্গ —'জীবন-চরিত' পৃ. ৫৯৪

দেবদৃষ্টি—চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ, ১৩০১ সাল, পৃ. ৩৮৫

গদা ও সদা— প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১১, পৃ. ২৯৪-৯৫

কুক্কুট ও মণি—চতুর্দ্দশপদী, দীননাথ, পৃ. ৯৮

সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি ঐ পৃ. ৯৯-১০১

মেঘ ও চাতক ঐ পৃ. ১০২-৪

পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু ঐ পৃ. ১০৫-৬

সিংহ ও মশক ঐ পৃ. ৯৫-৭

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে —'জীবন-চরিত' পৃ. ৬০৬-৭

পুরুলিয়া —জ্যোতিরিঙ্গণ, এপ্রিল ১৮৭২, পৃ. ১১৭

পরেশনাথ গিরি —আর্য্যদর্শন, আষাঢ় ১২৮১, আশ্বিন ১২৯১

কবির ধর্ম্মপুত্র —জ্যোতিরিঙ্গণ, নবেম্বর ১৮৭২, পৃ. ৪০

পঞ্চকোট গিরি —'মধু-স্মৃতি', নগেন্দ্রনাথ পৃ. ৫২২

পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী ঐ পৃ. ৫২৩

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত ঐ পৃ. ৫৩-৪

সমাধি-লিপি —'জীবন-চরিত' পৃ. ৬৩৯

পাণ্ডব-বিজয় —আর্য্যদর্শন, আষাঢ় ১২৯১

দুর্য্যোধনের মৃত্যু ঐ চৈত্র ১২৮৯

সিংহল-বিজয় ঐ শ্রাবণ ১২৯১

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি ঐ বৈশাখ, ১২৯১

দেবদানবীয়ম্ ঐ ফাল্গুন, ১২৯০

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১১

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ

সূচীপত্র

বর্ষাকাল

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি, দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥

হিমঋতু

হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার বশ আশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে॥

রিজিয়া

হা বিধি, অধীর আমি ! অধীর কে কবে,
এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া ?
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্ব্বকথা কয়ে,
দ্বিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে !
কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি,
মুহুর্মুহু দংশ আজি জর্জ্জরি হৃদয়ে ?
কেমনে, লো দুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায় ? সে পূর্ব্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে ?
হায় লো সে প্রেমাঙ্কুর কি তাপে শুকাল ?
এ হেন সুবর্ণ-দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বিধি !
এ হেন সুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে ?
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে
ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রমত্ত যেমতি
বিস্মরে (সুরার তেজে, যা কিছু সে করে)
জ্ঞানোদয়ে ? রে মদন, প্রমত্ত করিলি

যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'জীবন-চরিতে' প্রকাশ :—"সুলতানা রিজিয়া সম্রাট্ আল্তামাসের দুহিতা এবং কুতবুদ্দীনের দৌহিত্রী ছিলেন।...মুসলমান নরনারীগণের চরিত্রে মনুষ্য-প্রকৃতির কঠোর ভাব প্রকাশিত করিবার অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হইবার আশায় মধুসূদন রিজিয়া নাটক আরম্ভ করিয়াছিলেন।...রিজিয়ার পাণ্ডুলিপির দুই একটি খণ্ডিত পৃষ্ঠা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে একটি স্বগত অংশ উদ্ধৃত হইল। রিজিয়ার বাগ্‌দত্ত স্বামী আল্‌টুনিয়া, রিজিয়ার অসৎ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া, বলিতেছিলেন :—"

মোরে প্রেম-মদে তুই ; ভুলা তবে এবে,
ঘটিল যা কিছু, যবে ছিনু জ্ঞান-হীনে।
এ মোর মনের দুঃখ কে আছে বুঝিবে ?
বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্ সিন্ধুদেশে,
দেখিব কি থাকে ভাগ্যে ! হয়ত মারিব,
এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লহু-স্রোতে,
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে
ভুলিব এ মহাজ্বালা—দেখিব কি ঘটে !
কি কাজ জীবনে আর ! কমল বিহনে
ডুবে অভিমানে জলে মৃণাল, যদ্যপি
হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে।
চূড়াশূন্য রথে চড়ি কোন্ বীর যুঝে ?
কি সাধ জীবনে আর ? রে দারুণ বিধি,
অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি
সে ফলে ? অনন্ত আয়ুদায়িনী সুধারে
না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মথিয়া
অকূল সাগরে, হায় হিয়া জ্বালাইতে ?
হা ধিক্ ! হা ধিক্ তোরে নারীকুলাধমা !
চণ্ডালিনী ব্রহ্মকুলে তুই পাপীয়সী,
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব,
যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে
আক্রমিতে রণে তোরে বীর পরাক্রমে !
ভেবেছিনু লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে
কত যে লো ভালবাসি কব তোর কানে,
বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে
কাননে। সে প্রেমাশায় দিনু জলাঞ্জলি।
সে সুবর্ণ আশালতা তুই লো নিষ্ঠুরা

দাবানল-শিখারূপে নিষ্ঠুরে পোড়ালি !
পশ্ রে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী।

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?"

আত্ম-বিলাপ

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে ?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?

বিবিধ ঃ আত্ম-বিলাপ

দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ? এ কি দায় !

২

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে !
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে ;
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে !

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে !

বঙ্গভূমির প্রতি

"My native Land, Good night !"—*Byron.*

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে !

ভারত-বৃত্তান্ত

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

VERSAILLES.
9th September, 1863.

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ স্ববলে লভিলা
পরাভবি রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা
কৃষ্ণায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
বাগেদবি! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি স্তুতি, না জানি কি ক'রে
আরাধি হে বিশ্বারাধ্যা তোমায়; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? উর তবে, উর মা, আসরে।
আইস মা এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহজ্বালা, বিহঙ্গম যথা
রঙ্গহীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে
কারাগারদুখ সাধি কুঞ্জবনস্বরে।
সত্যবতীসতীসুত, হে গুরু, ভারতে
কবিতা-সুধার সরে বিকচিত চির
কমল দ্বিতীয় তুমি, কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে।
হায় নরাধম আমি! ডরি গো পশিতে
যথায় কমলাসনে আসীনা দেউলে
ভারতী; তেঁই হে ডাকি দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আচার্য্য। আইস শীঘ্র দ্বিজোত্তম সুরি।

দাসের বাসনা, ফুলে পূজি জননীরে,
বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি।
গভীর সুড়ঙ্গপথে চলিলা নীরবে
পঞ্চ ভাই সঙ্গে সতী ভোজেন্দ্রনন্দিনী
কুন্তী ; স্বরচিত-গৃহে মরিল দুর্ম্মতি
পুরোচন ; * * *

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ রণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
লাভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,—
গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষা চরণে,
বাগ্দেবি! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে,
দয়ার আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে!

* * *

বিঁধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরী
গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।
লো পঞ্চালরাজসুতা কৃষ্ণা গুণবতি,
তব প্রতি সুপ্রসন্ন আজি প্রজাপতি।
এত দিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল।
পেয়েছ সুন্দরি! স্বামী ভুবনে অতুল।
চেন কি উহারে উনি কোন্ মহামতি,
কত গুণে গুণবান্ জানো কি লো সতি?

না চেনো না জানো যদি শুন দিয়া মন,
ছদ্মবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ।
অত্যুচ্চ ভারতবংশশিরে শিরোমণি
কুন্তীর হৃদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্গুনি।
ভস্মরাশি মাঝে যথা লুপ্ত হুতাশন
সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আছিল গোপন।
আগ্নেয়গিরির গর্ভ করি বিদারণ
যথা বেগে বাহিরয় ভীম হুতাশন,
অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন
সহসা আকাশে শোভে জ্বলন্ত তপন,
সেইরূপ এত দিনে পাইয়া সময়,
লুপ্ত ক্ষত্রতেজ বহ্নি হইল উদয়।

মৎস্যগন্ধা

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্লোলিনি
যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
বিধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
দুঃখিনী দাসীর সম? কেন যে সৃজিলা,—
কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে?
তরুণ যৌবন মোর! না পারি লড়িতে
পোড়া নিতম্বের ভরে! কবরীবন্ধন
খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে!
কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে?
না বসে গুঞ্জরি সখি, শিলীমুখ যথা
শ্বেতাম্বরা ধুতুরার নীরস অধরে,
হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে
যুবকুল; কাঁদি আমি বসি লো বিরলে!

সুভদ্রা-হরণ

প্রথম সর্গ

কেমনে ফাল্গুনি শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদু-বৃন্দে) চারু চন্দ্রাননা
ভদ্রায় ;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে,
বাগ্‌দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি, স্তুতি ; না জানি কি কয়ে,
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায় ; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে !
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার ? কৃপা করি উর গো আসরে।
আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা, বিহঙ্গম যথা,
কারাবদ্ধ পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
কারাগার-দুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে !
ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস। আদরে ইন্দিরা
(জগত-আনন্দময়ী) নব-রাজ-পুরে
উরিলা ; লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে !—
এ মঙ্গলবার্ত্তা শুনি নারদের মুখে
শচী, বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
রুষিলা। জ্বলিল পুনঃ পূর্ব্বকথা স্মরি,
দাবানল-রূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,

দগধি পরাণ তাপে! "হা ধিক্!"—ভাবিলা
বিরলে মানিনী মনে—"ধিক্ রে আমারে!
আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে
অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে? কেন তাকে দিলি
অনন্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি?
হায়, কারে কব দুখ? মোরে অপমানি,
ভোজ-রাজ-বালা কুন্তী—কুল-কলঙ্কিনী,—
পাপীয়সী—তার মান বাড়ান কুলিশী?
যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী
মজাইল দেব-রাজে, মোরে লাজ দিয়া।
অর্জ্জুন—জারজ তার—নাহি কি শকতি
আমার—ইন্দ্রাণী আমি—মারি সে অর্জ্জুনে,
এ পোড়া চখের বালি?—দুর্য্যোধনে দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
লক্ষ্য বিঁধি, লক্ষ রাজে বিমুখি সমরে
পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পঞ্চালে।
অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইনু
আমি, ভাগ্য-গুণে তার!—কি ভাগ্য? কে জানে
কোন্ দেবতার বলে বলী ও ফাল্গুনি?
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে
দেবেন্দ্র? হে ধর্ম্ম, তুমি পার কি সহিতে
এ আচার চরাচরে? কি বিচার তব!
উপপত্নী কুন্তীর জারজ পুত্র প্রতি
এত যত্ন? কারে কব এ দুঃখের কথা—
কার বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে?"
কঙ্কণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
ললনা! দুকূল সাড়ী তিতি গলগলে

বহিল আঁখির জল, শিশির যেমতি
হিমকালে পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে !
"যাইব কলির কাছে" আবার ভাবিলা
মানিনী—"কুটিল কলি খ্যাত ত্রিভুবনে,—
এ পোড়া মনের দুঃখ কব তার কাছে,
এ পোড়া মনের দুখ সে যদি না পারে
জুড়াতে কৌশল করি, কে আর জুড়াবে ?
যায় যদি মান, যাক্ ! আর কি তা আছে ?"
ইত্যাদি ।

নীতিগর্ভ কাব্য

ময়ূর ও গৌরী

ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে,
কৈলাস-ভবনে ;—
"অবধান কর দেবি,
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে ।
রথী যথা দ্রুত রথে,
চলেন পবন-পথে
দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি ;
তবু, মা গো, আমি দুখী অতি !
করি যদি কেকা-ধ্বনি,
ঘৃণায় হাসে অমনি
খেচর, ভূচর জন্তু ;—মরি, মা, শরমে !
ডালে মূঢ় পিক যবে
গায় গীত, তার রবে
মাতিয়া জগৎ জন বাখানে অধমে !

বিবিধ কুসুম কেশে,
সাজি মনোহর বেশে,
বরেন বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে
কোকিল মঙ্গল-ধ্বনি করে।
অহরহ কুহুধ্বনি বাজে বনস্থলে ;
নীরবে থাকি, মা, আমি ; রাগে হিয়া জ্বলে !

ঘুচাও কলঙ্ক শুভঙ্করি,
পুত্রের কিঙ্কর আমি এ মিনতি করি,
পা দুখানি ধরি।”
উত্তর করিলা গৌরী সুমধুর স্বরে ;—
“পুত্রের বাহন তুমি খ্যাত চরাচরে,
এ আক্ষেপ কর কি কারণে ?
হে বিহঙ্গ, অঙ্গ-কান্তি ভাবি দেখ মনে !
চন্দ্রককলাপে দেখ নিজ পুচ্ছ-দেশে ;
রাখাল রাজার সম চূড়াখানি কেশে !
আখণ্ডল-ধনুর বরণে
মণ্ডিলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সৃজনে !

সদা জ্বলে তব গলে
স্বর্ণহার ঝল ঝলে,
যাও, বাছা, নাচ গিয়া ঘনের গর্জ্জনে,
হরষে সু-পুচ্ছ খুলি
শিরে স্বর্ণ-চূড়া তুলি ;
* * করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ-বনে।
করতালি ব্রজাঙ্গনা
দেবে রঙ্গে বরাঙ্গনা—
তোষ গিয়া ময়ূরীরে প্রেম-আলিঙ্গনে !

শুন বাছা, মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি-জনে ;
সু-কলে কোকিল গায়,
বাজ বজ্র গতি ধায়,
অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে ?”—
নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন,
তার হতে সুখীতর অন্য কোন জন ?

কাক ও শৃগালী

একটি সন্দেশ চুরি করি,
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,
কাক, হৃষ্ট-মনে ;
সুখাদ্যের বাস পেয়ে,
আইল শৃগালী ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুর বচনে ;—
“অপরূপ রূপ তব, মরি !
তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,—
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা ?—কহ গুণমণি !
হে নব নীরদ-কান্তি,
ঘুচাও দাসীর ভ্রান্তি,
যুড়াও এ কান দুটি করি বেণু-ধ্বনি !
পুণ্যবতী গোপ-বধূ অতি !
তেঁই তারে দিলা বিধি,
তব সম রূপ-নিধি,—
মোহ হে মদনে তুমি ; কি ছার যুবতী ?
গাও গীত, গাও, সখে করি এ মিনতি !

কুড়াইয়া কুসুম-রতনে,
গাঁথি মালা সুচারু গাঁথনে,
দোলাইয়া দিব তব * * * *
দাসীর সাধনে * *
বাজাও মধুর * *
রাস-রসে মাতি * * * * *
মজিল * * *
মুখ খুলি * * *
* * * খে মু * * *
* * * গীত আ * * *

রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে ;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে !
নিদারুণ তিনি অতি ;
নাহি দয়া তব প্রতি ;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিলা তোমারে !
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া ;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন ?

* আদর্শ পত্রের কয়েক স্থানে দৈবাৎ পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে।

দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন !
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন ।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ-চরণে ।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন !
মধু মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে !
তুমি কি তা জান না, ললনে ?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে !
ধন্য মোর জনম সংসারে !
কিন্তু তব দুখ দেখি নিত্য আমি দুখী ;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি !”
* * * মধুর স্বরে
* * * * রে,
* * * * * * * ;
* * * * * *
* * * প্রভু,
* * * দয়ামি * *
* * * যথা * *
যুদ্ধার্থ গম্ভীরতার বাণী তব পানে !

সুধা-আশে আসে অলি,
দিলে সুধা যায় চলি,—
কে কোথা কবে গো দুখী সখার মিলনে ?"
"ক্ষুদ্র-মতি তুমি অতি"
রাগি কহে তরুপতি,
"নাহি কিছু অভিমান ? ধিক্ চন্দ্রাননে !"
নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ;
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে ;
ঐরাবত পিঠে চড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
ছাড়িলেন বজ্র-ইন্দ্র কড় কড় কড়ে !
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
ভীম যোধপতি ;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে !
ঊর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে ;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে !
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে ॥

অশ্ব ও কুরঙ্গ

১

অশ্ব, নবদূর্ব্বাময় দেশে,   বিহরে একেলা অধিপতি।
নিত্য নিশা অবশেষে শিশিরে সরস দূর্ব্বা অতি।
বড়ই সুন্দর স্থল,   অদূরে নির্ঝরে জল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,   বন-বীণা অলিকুল ;
মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া,   পরম শীতল কায়া,
পবন ব্যজন ধরে,   পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশ্বের বসতি ॥

২

কিছু দিনে উজ্জ্বলনয়ন,
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন।
বিস্ময়ে চৌদিকে চায়,   যা দেখে বাখানে তায়,
কতক্ষণে হেরি অশ্বে কহে মনে মনে ;—
"হেন রাজ্যে এক প্রজা এ দুখ না সহে !
তোমার প্রসাদ চাই,   শুন হে বন-গোঁসাই,
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাঁই ॥"

৩

এক পার্শ্ব করি অধিকার,   আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহার ;
খাইল অনেক ঘাস,   কে গণিতে পারে গ্রাস ?
আহার করণান্তরে   করিল পান নির্ঝরে ;
পরে মৃগ তরুতলে   নিদ্রা গেল কুতূহলে—
গৃহে গৃহস্বামী যথা বলী স্বত্ববলে ॥

৪

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
ভোজবাজি কিম্বা স্বপ্ন! নয়ন মুদিলা;
উন্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে; দ্বিগুণ আগুন হৃদে জ্বলে;
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল,
ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল।
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল॥

৫

নিদ্রাভঙ্গে মৃগবর কহিলা, "ওরে বর্ব্বর!
কে তুই, কত বা বল?
সৎ পড়সীর মত না থাকিবি, হবি হত।"
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন ভাতিল সরোষে যেন দুইটি তপন॥

৬

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়, ভাবে এ সামান্য পশু নয়,
শিরে শৃঙ্গ শাখাময়!
প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার,
কে আমারে দিবে পরিচয়?

৭

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত,
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত।
ধরিতে এ অশ্ববরে, নানা ফাঁস নিরন্তরে
মৃগয়ী পাতিত।

কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়া-ছলে
কভু না পড়িত ॥

৮

কহিল তুরঙ্গ ;—"পশু উচ্চশৃঙ্গধারী—
মোর রাজ্য এবে অধিকারী ;
না চাহিল অনুমতি, কর্কশভাষী সে অতি ;
হও হে সহায় মোর, মারি দুই জনে চোর ॥"

৯

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, কহিলা, "হা ! এ কি বিড়ম্বনা !
জানি সে পশুরে আমি, বনে পশুকুলে স্বামী,
শার্দ্দূলে, সিংহেরে নাশে, দগ্ধে বন বিষশ্বাসে ;
একমাত্র কেবল উপায় ;—
মুখস ও মুখে পর, পৃষ্ঠে চর্ম্মাসন ধর,
আমি সে আসনে বসি, করে ধনুর্ব্বাণ অসি,
তা হলে বিজয় লভা যায় ॥"

১০

হায় ! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভুলিল ;
লাফে পৃষ্ঠে দুষ্ট সাদী অমনি চড়িল।
লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাদুকায়,
তাহার আঘাতে প্রাণ যায়।
মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্তমতি,
চলে সাদী যে দিকে চালায় ॥

১১

কোথা অরি, কোথা বন, সে সুখের নিকেতন ?
দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার-শালায়।

পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে দুর্ম্মতি,
এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী ;
ছায়া সম জয় যায় ধর্ম্মের সংহতি ॥

দেবদৃষ্টি

শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ-মেঘাসনে,
বাহিরিলা বিশ্ব দরশনে।
আরোহি বিচিত্র রথ,
চলে সঙ্গে চিত্ররথ,
নিজদলে সুমণ্ডিত অস্ত্র আভরণে,
রাজাজ্ঞায় আশুগতি বহিলা বাহনে।
হেরি নানা দেশ সুখে,
হেরি বহু দেশ দুঃখে—
ধর্ম্মের উন্নতি কোন স্থলে ;
কোথাও বা পাপ শাসে বলে—
দেব অগ্রগতি বঙ্গে উতরিল।
কহিলা মাহেন্দ্র সতী শচী সুলোচনা,
কোন্ দেশে এবে গতি,
কহ হে প্রাণের পতি,
এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলনা ?
উত্তরিলা মধুর বচনে
বাসব, লো চন্দ্রাননে,
বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।
ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা মুক্তা মরকতে।

সস্নেহে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারি ধারে
বরুণ ধোয়েন পা দু'খানি।
নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে
পরেশনাথ আপনি
শিরে তার শিরোমণি
সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রাণি!
দেবাদেশে আশুগতি
চলিলেন মৃদুগতি
উঠিল সহসা ধ্বনি
সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে সুধিলা,
নীচে কি হতেছে রণ
কহ সখে বিবরণ
হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা?
চিত্ররথ হাত জোড় করি
কহে শুন ত্রিদিব-ঈশ্বরি!
'বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
পত্নী আসে দেখ তার পিছে।'
সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন-কিরণ
নীচদেশে পড়িল তখন।

গদা ও সদা

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুই জন।

দূর দেশে যাইতে হইল ;
দুজনে চলিল।
ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লূক শার্দ্দূল তাহে গর্জ্জে অনুক্ষণ।
কালসর্প যেমতি বিবরে,
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে ;
পথিকের অর্থ অপহরে,
কখন বা প্রাণনাশ করে।
কহে সদা গদারে আহ্বানি
কর কিরা পর্শি মোর পাণি
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
আজি হতে আমরা দুজন
হ'নু একপ্রাণ একমন,—
সুন্দ উপসুন্দ যথা—জান সে কাহিনী।
আমার মঙ্গল যাহে,
তোমার মঙ্গল তাহে,
কবচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা,
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথা।
কহে গদা ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
কিরা মোর তব কর ধরি,
একাত্মা আমরা দোঁহে কি বাঁচি কি মরি।
এইরূপে মৈত্র আলাপনে
মনানন্দে চলিলা দুজনে।
সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন
বন পাশে একদৃষ্টে চাহে অনুক্ষণ,
পাছে পশু সহসা করয়ে আক্রমণ।

গদা চারি দিকে চায়,
এরূপে উভয়ে যায় ;
দেখে গদা সম্মুখে চাহিয়া
থল্যে এক পথেতে পড়িয়া।
দৌড়ে মূঢ় থল্যে তুলি
হেরে কুতূহলে খুলি
পূর্ণ থল্যে স্বুবর্ণমুদ্রায়,
তোলা ভার, এত ভারি তায়।
কহে গদা সহাস বদনে
করেছিনু যাত্রা আজি অতি শুভ ক্ষণে
আমরা দুজনে।
'দুজনে ?' কহিল সদা রাগে,
'লোভ কি করিস্ তুই এ অর্থের ভাগে ?
মোর পূর্ব্ব পুণ্যফলে
ভাগ্যদেবী এই ছলে
মোরে অর্থ দিলা।
পাপী তুই, অংশ তোরে
কেন দিব, ক' তা মোরে
এ কি বাললীলা ?
রবির করের রাশি পরশি রতনে
বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে ;
কিন্তু পড়ি মাটির উপরে
সে কর কি কোন ফল ধরে ?
সৎ যে তাহার শোভা ধনে,
অসৎ নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে।'
এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে
চলিতে লাগিলা স্বুখে অগ্রসর হয়ে।

বিস্ময়ে অবাক্ গদা চলিল পশ্চাতে,—
বামন কি কভু পায় চারু চাঁদে হাতে ?
এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে
গেল গদা তিতি অশ্রুনীরে।
দুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন,
শৃঙ্গ যেন পরশে গগন।
গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীমা স্রোতস্বতী,
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলাহল
উভে আক্রমিল।
সদা অতি কাতরে কহিল,—
শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি,
বিষ্ণু রথিপতি,
জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লভিলা,
মার চোরে করি রণ-লীলা।
এই ধন নিও পরে বাঁটি
হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি,
তস্করদলের মাথা কাটি।
কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সৎজন,
ধর্ম্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ।
তস্কর-কুল-ঈশ্বরে
কহিল সে যোড়করে,
অধিপতি ওই জন ভাই,
সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্ম্মের দোহাই।
সঙ্গী মাত্র যদি তুই, যা চলি বর্ব্বর,
নতুবা ফেলিব কাটি, কহিল তস্কর।

ফাঁদে বাঁধা পাখী যথা পাইলে মুকতি,
উড়ি যায় বায়ুপথে অতি দ্রুতগতি,
গদা পলাইল।
সদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল।
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কভু হয় সে আঁধারে ?
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে।

কুক্কুট ও মণি

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ কুক্কুট পাইল
একটি রতন ;—
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;—
"ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন ?"
বণিক্ কহিল,—"ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি, দুটি নাই !"
হাসিল কুক্কুট শুনি;—"তণ্ডুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি ;—কি আছে তুলনা ?"
"নহে দোষ তোর, মূঢ়, দৈব এ ছলনা,
জ্ঞান-শূন্য করিল গোঁসাই !"—
এই কয়ে বণিক্ ফিরিল।
মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে ?
নর-কুলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভাবে।

সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি

উদয়-অচলে,
দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন,

অংশু-মালা গলে,
বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।
ফুটিল কমল জলে
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে,
কোকিল গাইল কলে,
আমোদি কানন।
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি বিশ্ববাসী জন ;
পুনঃ যেন দেব স্রষ্টা সৃজিলা মহীরে ;
সজীব হইলা সবে জনমি, অচিরে।
অবহেলি উদয়-অচলে,
শূন্য-পথে রথবর চলে ;
বাড়িতে লাগিল বেলা,
পদ্মের বাড়িল খেলা,
রজনী তারার মেলা সর্ব্বত্র ভাঙ্গিল ;—
কর-জালে দশ দিক্ হাসি উজলিল।
উঠিতে লাগিলা ভানু নীল নভঃস্থলে ;
দ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিন্ধু-জলে
মৈনাক ভাসিল।
কহিল গম্ভীরে শৈল দেব দিবাকরে ;—
"দেখি তব ধীর গতি দুখে আঁখি ঝরে ;
পাও যদি কষ্ট,—এস, পৃষ্ঠাসন দিব ;
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।"
কহিলা হাসিয়া ভানু ;—"তুমি শিষ্টমতি ;
দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি।"

মধ্যাকাশে শোভিল তপন,—
উজ্জ্বল-যৌবন, প্রচণ্ড-কিরণ ;

তাপিল উত্তাপে মহী ; পবন বহিলা
আগুনের শ্বাস-রূপে ; সব শুকাইলা—
শুকাল কাননে ফুল ;
প্রাণিকুল ভয়াকুল ;
জলের শীতল দেহ দহিয়া উঠিল ;
কমলিনী কেবল হাসিল !
হেন কালে পতনের দশা,
আ মরি ! সহসা
আসি উতরিল ;—
হিরণ্ময় রাজাসন ত্যজিতে হইল !
অধোগামী এবে রবি,
বিষাদে মলিন-ছবি,
হেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিন্ধু-জলে,
সম্ভাষি কহিলা কুতূহলে ;—
"পাইতেছি কষ্ট, ভাই পূর্ব্বাসন লাগি ;
দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি ;
লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে ;—
আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে।"
হাসি উত্তরিল শৈল ;—"হে মূঢ় তপন,
অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ ;
রমার থাকিলে কৃপা, সবে ভালবাসে ;—
কাঁদ যদি, সঙ্গে কাঁদে ; হাস যদি, হাসে ;
ঢাকেন বদন যবে মাধব-রমণী,
সকলে পলায় রড়ে, দেখি যেন ফণী।"

মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে ;—
ভানু পলাইল ত্রাসে ;
তা দেখি তড়িৎ হাসে ;
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে ;
ভাঙ্গে তরু মড়-মড়ে ;
গিরি-শিরে চূড়া নড়ে,
যেন ভূ-কম্পনে ;
অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে।
আইল চাতক-দল,
মাগি কোলাহলে জল—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি।"
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে,
ভিখারী-মণ্ডল যথা আসে ঘোর রবে ;—
কেহ আসে, কেহ যায় ;
কেহ ফিরে পুনরায়
আবার বিদায় চায় ;
ত্রস্ত লোভে সবে ;—
সেরূপে চাতক-দল,
উড়ি করে কোলাহল ;—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি।"

রোষে উত্তরিলা ঘনবর ;—
"অপরে নির্ভর যার, অতি সে পামর !

বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি,
সাগরের নীল পায়ে পড়ি,
আনিয়াছি বারি ;—
ধরার এ ধার ধারি।
এই বারি পান করি,
মেদিনী সুন্দরী
বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে
শিশু যথা বল পায়,
সে রসে তাহারা খায়,
অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর ;
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী নর।
নিজে তিনি হীন-গতি ;
জল গিয়া আনিবারে নাহি শকতি ;
তেঁই তাঁর হেতু বারি-ধারা।—
তোমরা কাহারা ?
তোমাদের দিলে জল,
কভু কি ফলিবে ফল ?
পাখা দিয়াছেন বিধি ;
যাও, যথা জলনিধি ;—
যাও, যথা জলাশয় ;—
নদ-নদী-তড়াগাদি, জল যথা রয়।
কি গ্রীষ্ম, কি শীত কালে,
জল যেখানে পালে,
সেখানে চলিয়া যাও, দিনু এ যুকতি।"

চাতকের কোলাহল অতি।
ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,—
"অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে।"—
তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা।
পলায় চাতক, পাখা জ্বলে।
যা চাহ, লভ তা সদা নিজ-পরিশ্রমে ;
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।

পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি,
সিংহ কৃশ অতি।
জনরব-রূপ-স্রোতে,
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
এই কথা ;—"মৃগরাজ মগ্ন রাজকাজে ;
প্রজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে।"
প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি
কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী,
করে করি রাজকর,
পালা-মতে নিরন্তর,
গেলা চলি রাজ-নিকেতনে,
অতি হৃষ্ট মনে।
শৃগাল-কুলের পালা আসি উতরিল ;
কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল ;
কি ভেট, কি উপহার,
কি পানীয়, কি আহার,—

এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল।
হেন কালে আর মন্ত্রী সহাসে কহিল ;—
"তর্কের যে অলঙ্কার তোমরা সকলে,—
এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে ;
কিন্তু কহ দেখি, শুনি, কেন স্থানে-স্থানে
বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে ?—
ফিরে যে আসিছে, তার চিহ্ন কে মুছিল ?"

চতুর যে সর্ব্বদর্শী, বিপদের জালে
পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে ?

সিংহ ও মশক

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল ;
ভব-তলে যত নর,
ত্রিদিবে যত অমর,
আর যত চরাচর,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।
হুল-রূপ শূলে বীর, সিংহেরে বিঁধিল !
অধীর ব্যথায় হরি,
উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি,
কহিলা ;—"কে তুই, কেন
বৈরিভাব তোর হেন ?
গুপ্তভাবে কি জন্য লড়াই ?—
সম্মুখ-সমর কর্ ; তাই আমি চাই।
দেখিব বীরত্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প-চূর ;
লক্ষ্মণের মুখে কালি
ইন্দ্রজিতে জয় ডালি,

দিয়াছে এ দেশে কবি।"
কহে মশা ;—"ভীরু, মহাপাপি,
যদি বল থাকে, বিষম-প্রতাপি,
অন্যায়-ন্যায়-ভাবে,
ক্ষুধায় যা পায়, খাবে ;
ধিক্, দুষ্টমতি !
মারি তোরে বন-জীবে দিব, রে, কু-মতি।"
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে ;
ভীম দুর্য্যোধনে,
ঘোর গদা-রণে,
হ্রদ দ্বৈপায়নে,
তীরস্থ সে রণ-ছায়া পড়িল সলিলে ;
ডরাইয়া জল-জীবী জল-জন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে ভাবিল,
প্রলয়ে বুঝি এ বীরেন্দ্র-দ্বয় এ সৃষ্টি নাশিল !

মেঘনাদ মেঘের পিছনে,
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে ;
কেহ তারে মারিতে না পায়,
ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে,—এসে যায়,
জর-জরি শ্রীরামের কটক লঙ্কায়।
কভু নাকে, কভু কানে,
ত্রিশূল-সদৃশ হানে
হুল, মশা বীর।
না হেরি অরিরে হরি,
মুহুর্মুহু নাদ করি,
হইলা অধীর।

হায়! ক্রোধে হৃদয় ফাটিল ;—
গত-জীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল!

ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যারে,
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে ?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি ?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

পুরুলিয়া*

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে ?

* পুরুলিয়ার খ্রীষ্ট-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে ! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে !
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে ;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে !
প্রভুর কি অনুগ্রহ ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান্ তুমি কব তা কাহারে ?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে !
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে ;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি।

পরেশনাথ গিরি

হেরি দূরে ঊর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মূরতি ?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে ?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন্ রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী—
খচিত শিলার বর্ম্ম কুসুম-রতনে
তোমার ? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে !
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনিরে

সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে
ইন্দ্রকীল নীলচূড়ে দেব ধূর্জ্জটিরে।

কবির ধর্ম্মপুত্র

(শ্রীমান্ খ্রীষ্টদাস সিংহ)

হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গৃহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দ্দনের নীরে
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে ;
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত, হিমান্তকালে। কি ধন পাইলা—
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈববলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা!
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম্ম-বর্ম্ম ধরি
পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন-স্থলে ;
বিজয়-পতাকা তোলি রথের উপরি ;
বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে
খ্রীষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্ব্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম কুতূহলে!

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্ব্বতকুলের পাখা ; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট! রয়েছ যে,—লঙ্কায় যেমতি

কুম্ভকর্ণ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল, তবু ভীমাকৃতি,—
রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে।
কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমারে
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে! এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌন ভাব তোমার; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।

পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে;
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
পদ্মাসন উজলিত শতরত্ন-করে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
দুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
আলো করি দশ দিশ; হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে।
কহিলা বাগ্দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে),
"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট;—পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।"

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত

হেরেছিনু, গিরিবর! নিশার স্বপনে,
অদ্ভুত দর্শন!
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ন-করে
দ্বিতীয় তপন!
যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,
সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন!
হে সখে! পাষাণ তুমি, তবু তব মনে
ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্ব্বক্ষণে।
ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।

সমাধি-লিপি

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

পাণ্ডববিজয়

প্রথম সর্গ

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দ্বাপরে
ধর্ম্মরাজ ;—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নব রঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে,
কহ, দেবি ! গিরি-গৃহে সুকালে জনমি
(আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
স্তনামৃতরূপে বারি) প্রবাহ যেমতি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রমে,
ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে ।
যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি,
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে
সমদেশে ; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে
শিলাময় স্থল রোধে অবিরলগতি ;—
দাসের রসনা আসি রস নানা রসে,
কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, কভু বা করুণে—
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে ।

দুর্য্যোধনের মৃত্যু

"দেখ, দেব, দেখ চেয়ে", কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে,—"আসিছেন ধীরে
নিশীথিনী ; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,—
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি !

শিবির-বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ ! রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু ।" লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির বাহিরে শূরে—ভগ্ন-ঊরু রণে !

মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাতিল ভূতলে
উত্তরী । বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি ;—
"কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য্য রথি ?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি ;—
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে ? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে !
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্য্যরূপী
গাঙ্গেয় ? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রথী,
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ ? আর রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প, দেব ! কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্য্যোধন আজি ?
যথা বনমাঝে বহ্নি জ্বলি নিশাযোগে
আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
সর্ব্বভুক্—রাজদলে আহ্বানি এ রণে—
বিনাশিনু আমি, দেব ! নিঃক্ষত্র করিনু
ক্ষত্রপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র নিজ কর্ম্মদোষে ।
কি কাজ আমার আর বৃথা সুখভোগে ?
নির্ব্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য, বলি !
ভস্মমাত্র ! এ যতন বৃথা কেন তব !"

সরায়ে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে ।

নিকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্ম্মা রথী
বিষাদে নীরব দোঁহে ;—আসি নিশীথিনী,
মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,
উচ্চ বায়ু-রূপ শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি ;—
বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে।
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ম্মা পানে
রাজেন্দ্র ; "এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচূড়ামণি,
ক্ষত্র-কুলোদ্ভব, কহ, কে আছে ভারতে,
যে না ইচ্ছে মরিবারে ? যেখানে, যে কালে
আক্রমেন যমরাজ ; সমপীড়া-দায়ী
দণ্ড তাঁর,—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মূরতি !
কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি
আমি !—এই সাধ ছিল চিরকাল মনে !
যে স্তম্ভের বলে শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা ধরিনু স্ববলে
ভূভারতে। ভূপতিত এবে কালে আমি ;
দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে
সে সুঅট্টালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে !
গড়ায় এক্ষেত্রে পড়ি গৃহচূড়া কত !
আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে ?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য ! দেখ —
রকত বরণে দেখ, সহসা আকাশে
উদিছেন এ পৌরব বংশ-আদি যিনি,
নিশানাথ ! দুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি ?"

পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য ;—"হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্ব্বভুক্‌রূপে !
রিপুকুল-চিতা, দেব, জ্বলিয়া উঠিল ।
কি বিষাদ আর তবে ? মরিছে শিবিরে
অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি ;
পুড়িছে অর্জ্জুন, রায়, তার শরানলে,
পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব !
অন্তিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে ;
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ !
আর আর বীর যত এ কাল সমরে
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধ বনে
আশে পাশে তরু যথা ;—দেখ মহামতি !"

সিংহল-বিজয়

স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে !
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা ;—
হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে !
কি লজ্জা ! থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে

রাজ্য ওরে আমি, সই! উদ্যানস্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে?
জ্বলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা?
জলধি জনক তাঁর; তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক্ সারথিরে
আনিতে পুষ্পকে হেথা। বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি; প্রভঞ্জনে লয়ে
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে?
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি। হেষিল অশ্ব, পদ-আস্ফালনে
সৃজি বিস্ফুলিঙ্গবৃন্দে। চড়িলা স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহন সাজে!

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি

ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে;—
ভেবেছিনু, হায়! দেখি, ভ্রান্তিভাব ধরি!
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে?

দেবদানবীয়ম্

মহাকাব্য

প্রথম সর্গঃ

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি!
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে ?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো,
অমৃতরূপে তব কৃপাবারি
দেহো জননি গো, ঢালি এ পেটে ॥

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।
উরূপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা
ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তাঁর) যথা
অমৃত সাগরতলে। কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির ; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে ; কহিল
এ নগর ও নগরে, "আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিলা ওমর সুমতি।"

আমাদের বাল্মীকির এ দশা ; কে জানে,
কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিলা সুমতি।

পণ্ডিতবর
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি ; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে ?
বিধির কি বিধি সুরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে ?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে ?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে ;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন! এ হেন রতনে ?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে ?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

বর্ষাকাল :	পংক্তি ৩	রমণ—পুরুষ।
হিমঋতু :	১	হিমন্তের—হেমন্তের (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
রিজিয়া :	২৩	সিন্ধুদেশে—সমুদ্রে।
কবি মাতৃভাষা :		মধুসূদন-বিরচিত প্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতা। ইহারই সংশোধিত রূপ "বঙ্গ-ভাষা" ('চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী', ৩নং কবিতা)।
আত্ম-বিলাপ :	১২	অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি—জলের তোড়ে সদ্য সদ্য বিনাশশীল।
	১৯	সাদে—সাধে।
বঙ্গভূমির প্রতি ;	২৫	তামরস—পদ্ম।
দ্রৌপদীস্বয়ম্বর :	১৭	বিকচিত—বিকচ (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	১৮	দ্বিতীয়—রামায়ণকার বাল্মীকি আদি-কবি বলিয়া মহাভারতকারকে মধুসূদন 'দ্বিতীয় কমল' বলিয়াছেন।
সুভদ্রা-হরণ :	৩-১৫	দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের প্রায় পুনরুক্তি।
	২০	শ্রীবরদা—লক্ষ্মী।
ময়ূর ও গৌরী :	৩০	কেশে—মস্তকে।
অশ্ব ও কুরঙ্গ :	৩৬	মৃগয়ী—ব্যাধ।
	৫৪	সাদী—অশ্বারোহী।
দেবদৃষ্টি :	২৩	মেখলেন—মেখলার ন্যায় পরিবেষ্টন করেন।
পুরুলিয়া :	৫	সরস—সরোবর।
কবির ধর্ম্মপুত্র :	১১	তোলি—তুলিয়া।
জীবিতাবস্থায়… :	৪	ওমর—হোমার।

মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

বাংলা

১। **শর্ম্মিষ্ঠা নাটক**। জানুয়ারি ১৮৫৯। পৃ. ৮৪
২। **একেই কি বলে সভ্যতা?** ইং ১৮৬০। পৃ. ৩৮
৩। **বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ**। ইং ১৮৬০। পৃ. ৩২
৪। **পদ্মাবতী নাটক**। এপ্রিল (?) ১৮৬০। পৃ. ৭৮
৫। **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য**। মে ১৮৬০। পৃ. ১০৪
৬। **মেঘনাদবধ কাব্য**
১ম খণ্ড। জানুয়ারি ১৮৬১। পৃ. ১৩১
২য় খণ্ড। ইং ১৮৬১। পৃ. ১০৭
৭। **ব্রজাঙ্গনা কাব্য**। জুলাই ১৮৬১। পৃ. ৪৬
৮। **কৃষ্ণকুমারী নাটক**। ইং ১৮৬১। পৃ. ১১৫
৯। **বীরাঙ্গনা কাব্য**। ইং ১৮৬২। পৃ. ৭০
১০। **চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী**। আগষ্ট ১৮৬৬। পৃ. ১২২
১১। **হেক্টর-বধ**। সেপ্টেম্বর ১৮৭১। পৃ. ১০৫
১২। **মায়া-কানন**। ইং ১৮৭৪। পৃ. ১১৭

ইংরেজী

1. *The Captive Ladie.* Madras, 1849. Pp. 65.
2. *The Anglo Saxon and the Hindu* (Lecture—1). Madras 1854.
3. *Ratnavali.* A Drama in four acts, Translated from the Bengali. 1858. Pp. 57.
4. *Sermista.* A Drama in five Acts, Trans. from the Bengali by the Author. 1859. Pp. 72.
5. *Nil Durpun,* or the Indigo Planting Mirror, A Drama Trans. from the Bengali by a Native. With an Introduction by the Rev. J. Long. 1861. Pp. 102.

